প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাক্‌বিদ্যালয়ে ২-৫ বছরের শিশুরা খেলার ছলে নানা বিষয় শেখে। প্রাক্ বিদ্যালয় বা নার্সারি বিদ্যালয়ের সূচনা হয় ইংল্যান্ডে ১৬৯৮ সালে। খ্রীষ্টিয় জ্ঞান প্রসার সমিতির ধর্মযাজকেরা এটি স্থাপিত করেন। তবে ১৮৭০ সালে আইন করে ইংল্যান্ডে প্রাক্‌বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯১১ সালে মার্গারেট ম্যাকমিলান ও র‍্যাচেল ম্যাকমিলান ইংল্যান্ডের বস্তি অঞ্চলে অবহেলিত শিশুদের জন্য প্রথম এই নার্সারি বিদ্যালয় স্থাপিত করেন।

প্রাক্‌বিদ্যালয়ের লক্ষ্য ঃ প্রাক্‌বিদ্যালয় শিশুর পারিবারিক পরিমণ্ডলের বাইরে জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। শিশুর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সু-অভ্যাস ও নীতিবোধ গঠনে এবং সামগ্রিক সামাজীকিকরণে সাহায্য করে এই বিদ্যালয়।

প্রাক্‌বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ঃ ১। শারীরিক বিকাশ ঃ শিশুর শারীরিক ও সঞ্চালন মূলক প্রক্রিয়াকে বিকশিত করা এই বিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। শিশুদের খেলাধূলার মাধ্যমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন, পেশীর সচলতা ইত্যাদির বিকাশ গড়ে ওঠে।

২। মানসিক বিকাশ ঃ ২-৩ বছরের শিশুদের মানসিক সংগঠনকে দৃঢ় করার জন্য এবং মানসিক প্রক্রিয়াকরণকে বিকশিত করার জন্য প্রাক্‌বিদ্যালয় গুলিতে বিভিন্ন ধরনের ব্যাবহারিক কাজ শেখানো হয় যেমন গাছ লাগানো, ফুল গাছের যত্ন করা ইত্যাদি।

৩। ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঃ শিশু বয়সেই শিক্ষার এবং অভিজ্ঞতার প্রভাব সবচেয়ে জোরালো হয়। সেই কারণে ২-৩ বছর বয়সেই গঠিত বিভিন্ন ধরনের সু-অভ্যাস, নীতিবোধ ও ঠিক ভুলের পার্থক্য পরবর্তী জীবনে ব্যক্তিত্বর ওপর প্রভাব বিস্তার করে। শিশুর প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা যদি সঠিক হয় তবে পরবর্তী জীবন বিকাশের স্তরগুলিতে আত্মনিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভবপর হয়।

৪। প্রাক্ষোভিক বিকাশ ঃ ২-৩ বছরের শিশুর মধ্যে প্রাথমিক প্রক্ষোভগুলিই দেখা যায় যেমন রাগ, ভয়, ভালবাসা ইত্যাদি। এই প্রাথমিক প্রক্ষোভগুলি যাতে সহজভাবে শিশুর মধ্যে প্রকাশ পায় তার জন্য প্রাক্‌বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলা, নাচ, গান, সকলে মিলে কাজ করা, সহযোগিতা করা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৫। সামাজিক বিকাশ ঃ প্রাক্‌বিদ্যালয়গুলিতে ব্যবহার বা আচার-আচরণ সম্পর্কে শেখানো হয় যার ফলে শিশু বয়স থেকেই এদের সামাজিকীকরণ সদর্থক হয়।বিভিন্ন বয়সের মানুষের সাথে ও অন্যান্য জীবের সাথে আচরণ কেমন হওয়া উচিত তা এই বিদ্যালয়গুলিতে নাটক, খেলা ইত্যাদির মাধ্যমে শেখানো হয়।

৬। সু-অভ্যাস গঠন ঃ প্রাক্‌বিদ্যালয়ে দৈনন্দিন অনুশীলনের মাধ্যমে সু-অভ্যাস গড়ে তোলা হয়, যা শিশুদের সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে যেমন খাবার খাওয়ার আগে হাত ধোওয়া, পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় পরা, দাঁত মাজা, স্নান করা ইত্যাদি। এই সু-অভ্যাস শিশুর স্বাস্থ্য গড়ে তোলার পাশাপাশি সুন্দর ব্যক্তিসত্তাও প্রদান করে।

৭। সৌন্দর্যবোধের বিকাশ ঃ শিশুর মধ্যে সৌন্দর্যবোধের বিকাশ ঘটানোর জন্য এই প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছবি আঁকা, ছবিতে রং দেওয়া ইত্যাদি করানো হয়। বাগান করার কাজও শিশুদের করতে দেওয়া হয় এর মাধ্যমে শিশুমনে সৌন্দর্যবোধের বিকাশ হয়।

৮। ভাষার বিকাশ ঃ এই বিদ্যালয়গুলিতে বাচনিক অভ্যাস, স্পষ্ট ও সঠিক উচ্চারণ, শব্দভাণ্ডার গঠন এবং সর্বোপরি মাতৃভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয় প্রাক্‌বিদ্যালয় থেকেই।

৯। স্বাধীন ইচ্ছা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঃ প্রাক্‌বিদ্যালয়ে শিশুমনের স্বাধীন চিন্তাধারার প্রসার ঘটানো হয়। এই স্বাধীন চিন্তাধারা থেকেই সৃজনশীলতা প্রকাশ পায় যেমন খুশি আঁকো, যেমন খুশি সাজো ইত্যাদি কর্মসূচী এক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

প্রাক্ বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মুখ্য লক্ষ্য ঃ

- শিশুদের দৈহিক ও মানসিক সুরক্ষা দেওয়া।
- শিশুদের প্রক্ষোভের প্রকাশ পরিশীলিত করা এবং প্রাক্ বিদ্যালয় পরিবেশের সাথে সেগুলির সমন্বয় সাধন করা।
- বিভিন্ন ধারণা গঠন করানো।
- শিখনের প্রতিটি শাখার প্রস্তুতি সম্বন্ধে উৎসাহিত করা।
- শিশুদের বাস্তবতার সম্মুখীন করানো এবং সহজ সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা তাদের মধ্যে বিকশিত করা।
- দৈনন্দিন যোগাযোগের মাধ্যমে বাঞ্ছিত আচরণ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরী করা।
- শিশুদের সমাজ স্বীকৃত আচরণে প্রশিক্ষিত করা।
- শিশু মনে নান্দনিকতার উন্মেষ ঘটানো।
- শিশুদের সৃজনমূলক সক্রিয়তা বৃদ্ধি করা।

প্রাক্‌বিদ্যালয়গামী শিশুদের উপর বন্ধুদের প্রভাব ঃ

১। দৈহিক বিকাশ ঃ বন্ধুদের সাথে খেলাধূলার মাধ্যমে প্রাক্‌বিদ্যালয়গামী শিশুদের সঞ্চালনমূলক ও পেশী সচলতার বিকাশ এবং দৈহিক বৃদ্ধি হতে থাকে।

২। ভাষার বিকাশ ঃ প্রাক্‌বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ভাষাভাষীর শিশুরা থাকে। তাই ৩-৪ বছরের শিশুরা খুব সহজেই মেলামেশার মাধ্যমে নিজের মাতৃভাষা ছাড়াও অন্য ভাষা আয়ত্ত করে ফেলে।

প্রথম বাল্যকালের যত্ন এবং শিক্ষার কর্মসূচি

ভারতবর্ষে প্রথম বাল্যকালের যত্ন ও শিক্ষার প্রধান কর্মসূচিগুলি নিম্নলিখিত ঃ

১। সুসংহত শিশুবিকাশ পরিষেবা প্রকল্প (Integrated Child Development Services or ICDS Scheme) ঃ

এটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জনকল্যাণ প্রকল্প। এর সূচনা ২রা অক্টোবর, ১৯৭৫ সালে গান্ধীজয়ন্তীর দিনে। সারা দেশে ৩৩টি প্রকল্প নিয়ে এটির পথ চলা শুরু। তারমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের একটি শহরাঞ্চলের এবং একটি গ্রামঞ্চলের প্রকল্প ছিল। বর্তমানে ICDS এর অধীনে ৫৬১৪টি প্রকল্প সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। ৫৩০০টি ব্লক এবং ৩০০ শহর এলাকার বস্তি এর আওতাভুক্ত। ৭ কোটি ভারতীয় নাগরিক এর সুবিধা প্রাপক। এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো—

ক) জন্ম থেকে ৬ বছর বয়সি শিশু, গর্ভবতী ও স্তনদাত্রী মায়েদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নতিসাধন।

খ) শিশু মৃত্যু এবং বিদ্যালয় ছুটের হার কমানো।

গ) শিশুর মানসিক, শারীরিক এবং সামাজিক বিকাশের শক্ত ভিত তৈরি করা।

ঘ) মায়ের শিক্ষা এবং সক্ষমতার বিকাশ ঘটানো যাতে তিনি নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মান সুনিশ্চিত করতে পারেন।

ঙ) শিশু বিকাশে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয়সাধন যাতে নীতি এবং রূপায়নের সাযুজ্য থাকে।

ICDS এর সুবিধাপ্রাপক হলেন—

ক) জন্ম থেকে ৬ বছর বয়সি শিশুরা,

খ) গর্ভবতী ও স্তনদাত্রী মায়েরা,

গ) ১৫ থেকে ৪৪ বছর বয়সি মহিলারা,

ঘ) ১১ থেকে ১৮ বছর বয়সি কিশোরীরা।

ICDS প্রকল্পের পরিষেবাগুলি নিম্নলিখিত—

(ক) পূরক পুষ্টি প্রদান ঃ দরিদ্র পরিবারের ৬ মাস থেকে ৬ বছর বয়সি শিশুরা, গর্ভবতী মহিলারা এবং স্তনদাত্রী মায়েরা বছরে ৩০০ দিন এই সুবিধা পায়। ৬ বছরের কম বয়সি শিশুদের এমনকি যাদের স্বল্প (গ্রেড ১ ও ২) অপুষ্টি রয়েছে তাদের দিনে ৩০০ ক্যালোরি শক্তি এবং ৮-১০ গ্রাম প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য দেওয়া হয়। গর্ভাবস্থার ৬ মাস থেকে প্রসব পর্যন্ত গর্ভবতী মহিলাদের এবং স্তনদানের প্রথম ৬ মাস অবধি মায়েদের দৈনিক ৬০০

ক্যালেরিযুক্ত ও ২০ গ্রাম প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য দেওয়া হয়। অঙ্গনওয়াড়ীতে রাঁধা গরম খাবার বা বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য শুকনো খাবার দেওয়া হয় যাতে অপুষ্টি দূর হয়। খাবারের উপকরণ হলো ডাল, শস্য, সব্জি, নুন, চিনি ও তেল।

(খ) ভিটামিন-এ প্রদান ঃ অন্ধত্ব নিবারণের জন্য ভিটামিন-এ তরল রূপে ৯-৩৫ মাস বয়সি শিশুদের ৬ মাস অন্তর একবার করে দেওয়া হয়। ভিটামিন-এ ট্যাবলেট একটি করে প্রত্যহ অপুষ্ট গর্ভবতী ও স্তনদাত্রী মায়েদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেওয়া হয়।

(গ) লৌহ ও ফোলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট প্রদান ঃ এগুলি রক্তাল্পতা (Anaemia) নিবারণের জন্য দেওয়া হয়। ৬ মাস থেকে ৫ বছরের শিশুদের সপ্তাহে দুবার এক মি.লি. সিরাপ খাওয়ানো হয়। ৫ বছরের উর্ধ্বে শিশুদের সপ্তাহে একটি ট্যাবলেট দেওয়া হয়। কিশোরীদেরও সপ্তাহে একটি ট্যাবলেট দেওয়া হয়। গর্ভাবস্থার ৩ মাস থেকে প্রত্যহ একটি ট্যাবলেট ১০০ দিন পর্যন্ত বিধেয়। প্রসবের পর মায়েদের একটি ট্যাবলেট দৈনিক ১০০ দিন পর্যন্ত দেওয়া হয়।

(ঘ) টিকাকরণ ঃ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীরা অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের সহযোগে গর্ভবতী মহিলা এবং শিশুদের সরকারি নির্ঘন্ট মেনে টিকাকরণ করেন।

(ঙ) স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানোর সুপারিশ করা ঃ ৬ বছরের কম বয়সি শিশুদের, গর্ভবতী মহিলাদের এবং স্তনদাত্রী মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়। অঙ্গনওয়াড়ী এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীদের যৌথ উদ্যোগে এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা; দেহের ওজনের নথিভুক্তি; টিকাকরণ; অপুষ্টি দূরীকরণ; ডায়ারিয়া, কৃমি ইত্যাদি সাধারণ অসুখের চিকিৎসা চলে। গুরুতর অপুষ্টি এবং অসুস্থতা থাকলে তাদের চিকিৎসকের কাছে পাঠানো হয়।

(চ) বৃদ্ধি পরিমাপ এবং নথিভুক্তি ঃ ৩ বছরের কম বয়সি শিশুদের মাসে একবার এবং ৩ থেকে ৬ বছর বয়সিদের ৩ মাসে একবার দেহের ওজন পরিমাপ করে লেখচিত্রে প্রদর্শন করা হয়। এতে বোঝা যায় যে শিশু অপুষ্ট কিনা; অপুষ্ট হলে তা কোন মাত্রার। সেই বুঝে পূরক খাদ্যের মান বাড়ানো যেতে পারে।

(ছ) প্রথা-বহির্ভূত এবং প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষাদান ঃ ১৫ থেকে ৪৪ বছরের মহিলাদের পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীরা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিশুর যত্ন, শিশুকে খাওয়ানো, নিজস্ব এবং পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, স্বাস্থ্য-পরিষেবার সুবিধা গ্রহণ, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতন করেন। ১১ থেকে ১৮ বছরের দরিদ্র কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা, সাক্ষর করে তোলা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষার সুযোগ পায় ৬ বছর বয়স অবধি শিশুরা। ৩ বছরের কম বয়সিদের তাদের মায়েদের মাধ্যমে উদ্দীপিত করা হয়। ৩-৬ বছর বয়সিদের দেহ সঞ্চালন সহযোগে নানা গান ও ছড়া শেখানো হয়। ছবি দেখিয়ে পরিবেশ পরিচয় করানো হয়।

ICDS প্রকল্পে অঙ্গনওয়াড়ীর ভূমিকা ঃ ICDS-এর প্রাণকেন্দ্র অঙ্গনওয়াড়ী। ১৯৮৫ সালে সর্বপ্রথম ভারত সরকার ICDS প্রকল্পের অধীনে অঙ্গনওয়াড়ী চালু করেন। অঙ্গনওয়াড়ীর চালিকা শক্তি অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী বা সেবিকা। তার কাজ ICDS-এর পরিষেবাগুলি সুবিধাপ্রাপকদের প্রদান করা। এর জন্য অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীকে উৎসাহী, পরিশ্রমী এবং সৎ হতে হয়। তাকে সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখতে হয়। প্রত্যেক ৪০ থেকে ৬৫ জন অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীকে পরিচালনা করেন একজন করে সুপারভাইজার (মুখ্য সেবিকা) যিনি অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের দিশা নির্দেশ দেন, হাতে কলমে কাজ শেখান; সুবিধা প্রাপকরা কতখানি উপকৃত হচ্ছে তা খোঁজ নেন; প্রতিবেদন তৈরি করেন। সুপারভাইজারদের পরিচালনা করেন Child Development Projects Officer (CDPO)। অঙ্গনওয়াড়ীগুলি প্রধানত গ্রামাঞ্চলে, সামান্য সংখ্যক শহরের বস্তি অঞ্চলে অবস্থিত। ২০১৩ সালে সারাদেশে প্রায় ১৩.৩ লাখ অঙ্গনওয়াড়ী সক্রিয় ছিল (মহিলা ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক ভারত সরকার, ২০১৬)। অঙ্গনওয়াড়ীর কাজ হলো দরিদ্র শিশু (জন্ম থেকে ৬ বছর), গর্ভবতী ও স্তনদাত্রী মায়েদের পূরক খাদ্য প্রদান, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং সাধারণ চিকিৎসা, টিকাকরণ, চিকিৎসকের কাছে প্রেরণ, প্রথা-বর্হিভূত এবং প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষাদান। মহিলাদের পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়। কিশোরীদের (১১-১৮ বছর বয়স) পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করানো হয়।

২। বালওয়াড়ী ঃ এটি ভারতীয় মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত প্রাক-বিদ্যালয় যা দুঃস্থ শিশুদের জন্য স্থাপিত। বালওয়াড়ী ভারতের গ্রামাঞ্চলগুলিতে অবস্থিত। এতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিখন সহায়ক সামগ্রীর সাহায্যে শিক্ষাদান করা হয়। বালওয়াড়ীর প্রবর্তক তারাবাই মোদক। প্রথম বালওয়াড়ী স্থাপিত হয় মহারাষ্ট্রের থানে জেলার বোর্দি গ্রামে ১৯৪৫ সালে। এটি স্থাপনা করে নূতন বাল শিক্ষণ সংঘ বলে একটি সংস্থা। তারাবাই দুই ধরনের বালওয়াড়ী প্রস্তাব করেন—কেন্দ্রীয় বালওয়াড়ী এবং অঙ্গন বালওয়াড়ী (অঙ্গনওয়াড়ী)। কেন্দ্রীয় বালওয়াড়ী গ্রামের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং এর কাজের সময় নির্দিষ্ট। কিন্তু অঙ্গন বালওয়াড়ীর অবস্থান শিশুদের পাড়ায় পাড়ায় এবং এগুলি প্রায় সব সময়ই খোলা থাকে যাতে শিশুরা তাদের সুবিধা মতো আসতে পারে। বালওয়াড়ীতে শিশুরা পুষ্টিকর আহার পায়। কিন্তু বালওয়াড়ীর মুখ্য উদ্দেশ্য প্রথা-বহির্ভূত প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষাদান। এই শিক্ষাদান দুঃস্থ শিশুদের শারীরিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ ত্বরান্বিত করে। আজকের দিনে সরকার এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দ্বারা পরিচালিত কয়েক হাজার বালওয়াড়ী সারা দেশে ছড়িয়ে আছে।

৩। ক্রেশ (Creche) ঃ ক্রেশ একটি দিবাকালীন যত্ন প্রদানকারী কেন্দ্র (Day Care Centre)। কর্মরত বাবা-মায়েরা কর্মস্থলে যাওয়ার সময় এখানে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও যত্নের জন্য রেখে চলে যান এবং কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে দিনের শেষে শিশুদের ফেরৎ নিয়ে নেন। ক্রেশে বিভিন্ন বয়সের বহু শিশু একসাথে থাকে। তারা খেলা করে, খায় এবং বিশ্রাম করে। ক্রেশের কর্মীরা সস্নেহে তাদের দেখাশোনা করেন। অনেক ক্রেশে বাবা-মা তাদের সন্তানের আহার সরবরাহ করেন। কোথাও বা ক্রেশেই শিশুদের খাদ্য রান্না করে

খাওয়ানো হয়। একসাথে থাকে বলে শিশুদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া অগ্রগতি লাভ করে। তারা সহযোগিতা করতে শেখে, তাদের বাচনিক বিকাশ উন্নতি লাভ করে এবং মন আনন্দে পূর্ণ থাকে। বাবা-মায়েরা নিশ্চিন্ত থাকেন যে তাদের শিশু সুরক্ষিত ও যত্নে আছে। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রথম ক্রেশ স্থাপিত হয় ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে উনবিংশ শতাব্দীর চারের দশকে (1840s)। এটি স্থাপনা করেন জনহিতৈষী **জে. বি. এফ. মারবো (J. B. F. Marbeau)**। উদ্দেশ্য ছিল কর্মরতা দরিদ্র মায়েদের সন্তানদের যত্নপ্রদান। ১৮৬৯ সালে ফরাসী সরকার ক্রেশকে স্বীকৃতি দেন। য়োরোপের বিভিন্ন কলকারখানা অধ্যুসিত অঞ্চলে এই সময় নাগাদ বহু ক্রেশ স্থাপিত হতে থাকে। ১৮৬০ সালে যেমন ইংল্যান্ডে প্রথম ক্রেশ খোলে। কালক্রমে সারা পৃথিবী জুড়ে নানা জায়গায় ক্রেশ খোলে। ভারতেও নানা স্থানে ক্রেশ চালু আছে। সরকারি এবং বেসরকারি বহু সংস্থায় মহিলা কর্মীদের সন্তানদের জন্য ক্রেশ খোলা হয়েছে। সম্প্রতি স্থির হয়েছে সংসদ ভবনেও ক্রেশ স্থাপিত হবে। এছাড়া বেশিরভাগ ক্রেশই চলে ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক উদ্যোগ হিসাবে।

৪। নার্সারী বিদ্যালয় (Nursery School) ঃ ৩ এবং ৪ বছরের শিশুরা এই প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়া। এখানে শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি নেয়। দেহ সঞ্চালন সহকারে ছড়া বলতে ও গান গাইতে শেখে; ছবি দেখে নানা বস্তু, পশুপাখী, ফুলফল ইত্যাদি চিনতে শেখে; নানা আকৃতি ও রং সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করে। তারা এক সাথে খেলাধূলা করে এবং গল্প শোনে। এতে তাদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হয়। নার্সারী বিদ্যালয় সাধারণতঃ মন্টেস্বরী, কিন্ডারকার্টেন বা কখনো খেলাভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত হয়। আজকাল খেলার বিদ্যালয় (Play School) নামে যে বিদ্যালয়ের উদ্ভব হয়েছে তার শিক্ষাদর্শন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় বা নার্সারী বিদ্যালয়ের থেকে কিছুটা আলাদা। খেলার বিদ্যালয়ে যেসব শিশু যায় তাদের বয়স ২ থেকে ৪ বছর এবং তারা সেখানে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাগ্রহণের প্রস্তুতি নেয় না; নিছক খেলে। খেলার বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সামাজিকীকরণ ত্বরান্বিত করা কিন্তু নার্সারী বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য শিক্ষাগ্রহণের ভিত তৈরি করা। ১৮১৬ সালে সর্বপ্রথম শিশুদের বিদ্যালয় বা নার্সারী বিদ্যালয় স্কটল্যান্ডের নিউ লানার্ক নামক স্থানে শিক্ষাবিদ **রবার্ট ওয়েন (Robert Owen)** স্থাপনা করেন। নার্সারী বিদ্যালয় এখন সর্বত্র শিশুশিক্ষার প্রথম ধাপ।